দৈনিক ইত্তেফাক 14

তারিখ ..12 MAR 199.. ... পৃষ্ঠা... ..৮.. কলাম... ৪...

সার্বজনীন শিক্ষার জন্য সমন্বিত কর্মসূচী পেশের সম্ভাবনা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ইউনিসেফ, ইউনেস্কো ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচী উপস্থাপন

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

সার্বজনীন শিক্ষা জন্য

(১ম পৃঃ পর)

মিঃ জেমস পি গ্রান্ট আশা প্রকাশ করেন, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা প্রশমন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সম্পদ পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বে দৈনিক ৩০০ কোটি ডলার অস্ত্রের জন্য ব্যয় হয়, তন্মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্ব ব্যয় করে ১৫ কোটি ডলার। ১৪ দিনের অস্ত্র ব্যয় কমাইতে পারিলে উহা দ্বারা বিশ্বজনীন শিক্ষা ও ৭ দিনের অস্ত্র ব্যয় কমাইতে পারিলে সেই অর্থ বিশ্বজনীন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়।

মিঃ গ্রান্ট গতকাল সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আজিজুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে তিনি ব্যাঙ্ককের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ইতিপূর্বে মিঃ গ্রান্ট প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৈঠককালে মিঃ গ্রান্ট বাংলাদেশে সার্বজনীন শিশু টীকাদান কর্মসূচীর অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন ১৯৯০ সালের মধ্যে উক্ত কর্মসূচীর শতকরা ৮০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশে ইউনিসেফের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পয়ঃ নিষ্কাশন ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বাড়ীতে বিশুদ্ধ খাবার পানি পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টায় ইউনিসেফ বাংলাদেশকে সহায়তা দান অব্যাহত রাখিবে।

করিতে পারে। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক জেমস পি গ্রান্ট গতকাল (রবিবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। ইউনিসেফের আবাসিক প্রতিনিধি কোল পি ডজও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

'১৯৯৫ সনের মধ্যে' সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে "সুদূরপ্রসারী" কার্যক্রম হিসাবে প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাহাদের বরাদ্দ দ্বিগুণ করিবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারে ইউনিসেফের বরাদ্দ বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন, ব্র্যাক ও পথকলির মত শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্য বেশী। কারণ, বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া সময় ও সুযোগে শিক্ষাদান উহাদের পন্থা।

মিঃ জেমস পি গ্রান্ট বলেন, শিশুশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করিতে পারে। তিনি বলেন, ১৯৮৫তে মাত্র ২ ভাগ শিশুকে এদেশে ৬টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হইয়াছিল এই হার আজ ৭০ ভাগে উন্নীত হইয়াছে।

২৯ ও ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউ-ইয়র্কে শিশু সমস্যা প্রশ্নে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ভারতসহ ইন্দোনেশিয়া এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ শীঘ্রই শিশু অধিকার বিষয়ক বিশ্বসনদের প্রতি সরকারীভাবে সমর্থন জানাইবে।